তারিখ ... 27 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... .

কালের কণ্ঠ

ত্রিশাল নজরুল একাডেমি

প্রশংসাপত্রে হাজার টাকা!

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ ▷

ত্রিশালের নজরুল একাডেমিতে এবার এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র বাবদ এক হাজার টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলেও প্রধান শিক্ষক নির্বিকার। আলোচিত এ প্রধান শিক্ষক উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা হওয়ায় খোদ প্রশাসনও তাঁর কাছে অসহায়। প্রধান শিক্ষকের এমন কাজকে স্থানীয় লোকজন চাঁদাবাজি ও জুলুমবাজি বলে মন্তব্য করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, এবার এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থীরা প্রশংসাপত্র নিতে স্কুলে আসে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মেছবাহ উদ্দিন প্রতিটি প্রশংসাপত্রের মূল্য এক হাজার টাকা নির্ধারণ করেন। শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে এ টাকা দিয়েই প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করছে। প্রধান শিক্ষক স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা হওয়ায় স্থানীয় অভিভাবক বা শিক্ষার্থীরাও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো বাদ-প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক অভিভাবক বলেন, এ এলাকার বেশির ভাগ মানুষই দরিদ্র। কলেজে ভর্তির জন্য প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতে এক হাজার টাকা জোগাড়ে এসব শিক্ষার্থীদের অনেককেই কষ্ট করতে হচ্ছে। কেউ কেউ ধারদেনা করছে। বিষয়টি নিয়ে অনেক অভিভাবক ও শিক্ষার্থী প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উল্টো দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন। এমনকি স্থানীয় সাংবাদিকরা এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বললেও তিনি তা আমলে নেননি।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. চান মিয়া বলেন, তাঁর কাছে কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। তবে তিনি ঘটনা শুনে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি তা আমলে নেননি। এমনকি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাও এ বিষয়ে কথা বলেছেন। তাতেও কাজ হয়নি। তিনি বলেন, প্রশংসাপত্রের জন্য কোনো টাকাই নেওয়া উচিত নয়।

সূত্রমতে, আলোচিত এ প্রধান শিক্ষক মেজবাহ উদ্দিন ত্রিশাল উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক। শুধু প্রশংসাপত্র বাবদই নয়, শিক্ষার্থীদের ফরম পুরণসহ নানা খাতে তিনি প্রভাব খাটিয়ে ইচ্ছেমতো টাকা আদায় করেন। খোদ প্রশাসনও তাঁর কাছে অসহায়।

এ ব্যাপারে ত্রিশালের নজরুল একাডেমির প্রধান শিক্ষক মেছবাহ উদ্দিন বলেন, প্রশংসাপত্র বাবদ তিনি এক হাজার টাকা করে নিচ্ছেন। তবে কেউ কেউ কম টাকাও দিচ্ছে। এত টাকা নেওয়ার কারণ কী, জানতে চাইলে তিনি বলেন, অনেকেই তো নেয়।